



## 121759 - ডিসিকাউন্ট কার্ডের হুকুম

### প্রশ্ন

কুয়েতে ইউনভার্সিটির ছাত্রদের মাঝে কিছু ডিসিকাউন্ট কার্ড বন্ট করা হয়। ডিসিকাউন্টের পরিমাণ ৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত। অনেকে জায়গা থেকে এই ডিসিকাউন্ট পাওয়া যায়; যমেন অনেকে রেস্টুরেন্ট, পোশাকের দোকান, বুকস্টোর ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষণীয় হলো: এই ডিসিকাউন্ট পতে হলো ৫ দিনের দ্বিগুণে একটি কার্ড ক্রয় করতে হয়। কটে কটে বলেন: এই মূল্যের বজ্রপাত বা কার্ড বন্টকারী কোম্পানির খরচ হিসেবে তারা নেয়। এই কার্ড ক্রয় করা ও এটি ব্যবহার করা কি জায়গে?

### প্রশ্ন উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ্যাডভার্টাইজিং ও মার্কেটিং কোম্পানিগুলো কথিবা ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস কোম্পানিগুলো কথিবা কিছু ট্রেড সেন্টার যে ডিসিকাউন্ট কার্ড ইস্যু করে থাকে এবং কার্ডধারীকে বিভিন্ন পণ্য ও সার্ভিসের উপর কিছু কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট অঙ্করে মূল্যছাড় দিয়ে থাকে; এই কার্ডগুলো দুই ধরনের:

এক. যে কার্ডগুলো আর্থিক মূল্যের বিনিময়ে বাৎসরিক গ্রাহক হওয়ার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

দুই. ফ্রি কার্ড। এগুলো সংশ্লিষ্ট সেন্টার বা প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে লেনদেনে উদ্ভুদ্ধ করার জন্য ক্রেতাদেরকে উপহার হিসেবে দিয়ে থাকে। কখনও কখনও ক্রেতার কোনোকাটা নির্দিষ্ট একটা সীমারে পৌঁছলে তাকে কার্ডটি দেয়া হয়।

যে কার্ডগুলো অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় সেগুলো হারাম। যহেতে এর মধ্যে নমিনোক্ত শরয়ি লঙ্ঘন রয়েছে:

১। অস্পষ্টতা ও ধোঁকা। কেননা ক্রেতা ডিসিকাউন্ট পাওয়ার জন্য কার্ডের মূল্য হিসেবে নির্দিষ্ট অঙ্করে অর্থ প্রদান করেন। কিন্তু এই ডিসিকাউন্টের স্বরূপ ও পরিমাণ অজ্ঞাত। হতে পারে সেই ব্যক্তি এই কার্ডটি ব্যবহারই করবে না। হতে পারে কার্ডটি ব্যবহার করে সে যে পরিমাণ পরিশোধ করছে তার চেয়ে কম পাবে কথিবা বেশি পাবে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধোঁকানির ক্রয়বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। [সহিহ মুসলিম (১৫১৩)]

ধোঁকানির ক্রয়বিক্রয় হলো যাতে অজ্ঞাতা রয়েছে।



২। এই লেনেদনেটি ঝুঁকরি উপর প্রতর্ষিষ্ঠতি এবং লাভ ও লোকসানরে মধ্যে ঘূর্ণয়মান। করতো কার্ডটি পাওয়ার জন্য য়ে মূল্য পরশিোধ করে এর মাধ্যমে সয়ে ঝুঁকনিয়ে। হয়তয়ে সয়ে লাভবান হবয়ে; যদি সয়ে যত পরশিোধ করছে এর চয়ে বশে ডিসকাউন্ট পায়। নয়তয়ে সয়ে ক্ষতগ্রিস্ত হবয়ে; যদি সয়ে যত পরশিোধ করছে এর চয়ে কম ডিসকাউন্ট পায়। এটাই হলো শরয়িতয়ে নষিদিধ জুয়ার স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলনে: “হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তগিলো ও ভাগ্য নর্গিয়রে পাত্রগিলো— নোংরা, শয়তানী কর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব এসব থেকে দূরে থাক; যাতয়ে তোমরা সফলকাম হতয়ে পার।”[সূরা মায়দি, আয়াত: ৯০]

৩। এই কার্ডগিলোর মাধ্যমে মানুষকে ধোঁকা দয়ে হয় এবং তাদরে সম্পদ ছনিয়িয়ে নয়ে হয়। প্রতর্ষিরূত এসব ডিসকাউন্টরে অধিকাংশ কাল্পনকি ও অবাস্তব।

এসব দোকানগিলোর অনকে মালকি নজিহে দাম বাড়ায়। এরপর কার্ডধারীদরেকে দেখে য়ে, তারা মূল্য ছাড় দয়িছেয়ে। প্রকৃত অবস্থা হলো তারা ততটুকু মূল্য কমায় যতটুকু তারা অন্য দোকানগিলো থেকে বাড়য়িছেলি।

৪। এই কার্ডগিলো অনকে সময় ঝগড়া ববিাদরে কারণে পরণিত হয়। কারণ য়ে প্রতর্ষিষ্ঠান এই কার্ডটি ইস্যু করছে সয়ে প্রতর্ষিষ্ঠান সকল ট্রেডে সনেটার, কয়েম্পানি ও ইস্টাবলশিমেন্টকে চুক্তকিত পার্সনেটজিয়ে মূল্যছাড় দতিয়ে বাধ্য করতয়ে পারে না। যার ফলে বষয়টি ঝগড়াঝাটির দকিয়ে গড়ায়।

যা কিছু মতভদে ও ঝগড়াঝাটির কারণ তা রোধ করা আবশ্যকীয়। য়েমনটি আল্লাহ তাআলা বলছেনে: “বস্ততুত মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান চায় তোমাদরে পরস্পররে মধ্যে শত্রুতা ও বদিবষে সৃষ্টি করতয়ে এবং তোমাদরেকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায় থেকে বরিত রাখতয়ে। অতএব তোমরা কি (এসব) ছাড়বয়ে?”[সূরা মায়দি, ৫:৯১]

৫। এ ধরনরে ডিসকাউন্ট কার্ডয়ে অন্য ব্যবসায়ীদরে ক্ষত করা হয়; যারা এই ডিসকাউন্ট প্রোগ্রাময়ে যোগদান করনে।

এ ধরণরে কার্ডরে সয়লাবরে ফলে এই ডিসকাউন্ট প্রোগ্রাময়ে অংশগ্রহণকারী দোকানদার ও অংশগ্রহণ না-কারী দোকানদারদরে মাঝে শত্রুতা ও বদিবষে তরী হয়। যহেতু ডিসকাউন্টদাতা দোকানগিলোর পণ্য বকিরি হয়ে যায়; আর য়ে দোকানদারয়ে ডিসকাউন্ট প্রোগ্রাময়ে অংশগ্রহণ করনে তাদরে পণ্য বকিরি হয় না।[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (১০১৪)]

৬। ডিসকাউন্ট কার্ডরে গ্রাহক কার্ডরে য়ে ফসি পরশিোধ করে প্রকৃতপক্ষ এর কোন বনিমিয় নহে। সয়ে যদি দোকানদারকে মূল্য কমাতয়ে বলয়ে হতয়ে পারে সয়ে কার্ডধারীদরেকে দয়ে প্রতর্ষিরূত মূল্যছাড় পাবে কহিবা এর কাছাকাছ মূল্যছাড় পাবে। তখন সয়ে য়ে অর্থটি কার্ডরে মূল্য হিসেবে পরশিোধ করছে এর কোন আর বনিমিয় থাকয়ে না। এটাই হলো অন্যায়ভাবে মানুষরে সম্পদ ভক্ষণ। কুরআনরে দললিরে ভিত্তিতে এটি নষিদিধ: হে ঈমানদারয়ে তোমরা তোমাদরে সম্পদ নজিদরে মধ্যে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করয়ে না।

রাবতয়ে আলমে ইসলামীর অধিকৃত ‘ফকিহ একাডেমী’-র ১৮ তম অধবিশেনে এই কার্ডরে মাধ্যমে লেনেদনে করা হারাম হওয়ার



পক্ষসে সদিধান্ত হয়েছে। সে সদিধান্তেরে ভাষ্য হলো: এ বিষয়ে উত্থাপতি গবষণাগুলো ও সগেলোর ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা শুন্যর পর সদিধান্ত হলো: উল্লখেতি ডসিকাউন্ট কার্ড ইস্যু করা কথিবা ক্রয় করা নাজায়যে; যদি এককালীন মূল্য দিয়ে কথিবা বাৎসরকি মূল্য দিয়ে সগেলো কনিতহে হয়। যহেতু এতে ধোঁকা রয়ছে। কনেনা কার্ড ক্রয়কারী অর্থ পরশিোধ করে; অথচ সে জানে না যহে, এর বপিরীতে সে কী পাবে। তাই এক্ষত্রে লোকসান হওয়া সুনশিচতি। আর লাভ হওয়া সম্ভাবনাময়।

অনুরূপভাবে স্থায়ী কমটি থকে এই ডসিকাউন্ট শ্রণীর কার্ড দিয়ে লনেদনে করা হারাম হওয়া মরম্ ফতোয়া ইস্যু হয়ছে। এবং শাইখ বনি বায ও শাইখ উছাইমীনও এই ফতোয়া দনে।

[দখেুন: ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (৬/১৪), ফাতাওয়া বনি বায (১৯/৫৮)]

আর ফরি কার্ডগুলো; যগেলো বনিমূল্যে ক্রতোকহে প্রদান করা হয় সগেলো ব্যবহার করতে ও সগেলোর মাধ্যমে উপকৃত হতে কোন বাধা নাই। কনেনা কার্ডটি ফরি দয়ো হলে সটে লনেদনেকে অনুদান শ্রণীর চুক্তিতে পরণিত করে। অনুদান শ্রণীর চুক্তিতে অস্পষ্টতা ক্ষমার্হ।

সারকথা হলো: ফরিতে পাওয়া কার্ড থকে যদি ক্রতো কোন ডসিকাউন্ট না পায় তাহলেও তার কোন লোকসান নহে।

এই মরম্ ফকাহ একাডেমীর সদিধান্ত রয়ছে। তাতে আছে: যদি ডসিকাউন্ট কার্ডগুলো বনিমূল্যে ফরি ইস্যু করা হয়; তাহলে সগেলো ইস্যু করা ও গ্রহণ করা শরয়িতরে দৃষ্টিতে জায়যে। যহেতু তখন সটে অনুদানের কথিবা উপহাররে প্রতশিরুত শ্রণীয়।

আরও জানতে পড়ুন:

শাইখ বাকর আবু যায়দে লখিতি: بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية

এবং ড. খালদি আল-মুসলহি রচতি: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।